৪৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান হোক

আমরা ১৯৯৩ ইং-এর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষার্থী। সেশনজট মুক্ত করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের জন্ম আমাদের জন্য একটি সুখকর খবব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৬ মাস আগে আমাদের পরীক্ষার রুটিন প্রদান করলেও পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতি কিভাবে হবে তার কোন নিয়মাবলী আমাদের জানানো হয়নি। ফলে আমরা 'ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়' প্রণীত প্রশ্নের নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছি। আর সেটাই হয়েছে আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের জ্ঞানের আলোকে প্রশ্ন করে আমাদের মত যাদের ভূগোল, ইংরেজী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান রয়েছে, তাছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যারা পরীক্ষা দিয়েছে— তাদের জন্য কতটুকু ভাল প্রশ্ন করেছে তার চরম মূল্য "সেশনজট জট মুক্ত" বিশ্বদ্যিালয়ের প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমরাই ছিলাম।

প্রকৃত পক্ষে আমরা "সেশন জট মুক্ত" জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে মনে হচ্ছে "সেশনজট যুক্ত" করলাম। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? আমরা ছাত্ররা না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

পরিশেষে জাতির ভষ্যিৎ ছাত্রদের শিক্ষাজীবন নিয়ে, ছিনিমিনি না খেলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

—সাকিল, লিটু, হালিম

এসএসসি পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতি প্রসঙ্গে

কম্পিউটার হচ্ছে বিজ্ঞানের এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে সারা বিশ্বে মানুষের জীবনযাত্রার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেরীতে হলেও আমাদের দেশে সম্প্রতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এই প্রথম ১৯৯৪ সাল হতে এসএসসি পরীক্ষায় কম্পিউটার পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তবে সমস্যা হচ্ছে— আমাদের দেশে এই পদ্ধতি নতুন হবার কারণে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরপত্র ও SIF ফরম পূরণ সম্পর্কে বিটিভিতে দুইটি অনুষ্ঠান দেখান হয়েছে। অনুষ্ঠান দু'টি দেখে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রে কম্পিউটার পদ্ধতিতে ছক পূরণ করা পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।

এই নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্রের কম্পিউটার ছক পূরণ করে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই এই পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের পূর্ব থেকেই ধারণা থাকা প্রয়োজন।

অতএব, সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার বিনীত আবেদন এই যে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্রের ছক-এর এক কপি করে 'নমুনা কপি' প্রত্যেক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট পাঠানো হোক। যাতে পরীক্ষার্থীগণ 'নমুনা কপি' দেখে এ ব্যাপারে ধারণা পেতে পারে। এতে অল্প সময়ে পরীক্ষার্থীগণ উত্তরপত্রের ছক পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আমি এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—এম মজিবুর রহমান (জেমী),
সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়,
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।